গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটিকে স্থগিত ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মেহেরপুর জেলা শাখার অন্তর্গত গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সোহান খান ও আরিফুজ্জামান আল ইমরানকে দিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সেলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এদিকে নতুন কমিটি স্থগিত হওয়ায় গাংনী উপজেলার পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাৎক্ষনিক ভাবে আনন্দ মিছিল বের করে। সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরের ট্রাফিক আইল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা কর্মীরা বলেন, এ কমিটি স্থগিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখছে।

নেতা কর্মীরা মনে করেন স্থগিত হওয়া কমিটি যেহেতু রাজাকার পুত্র ও জামায়াত বিএনপি পরিবারের পুত্রকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন করে আওয়ামী লীগের পরিবার থেকে নেতা কর্মীদের দিয়ে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত দেবেন।

মেপ্র/ আরপি

ছাত্রলীগ নেতার বিনা বেতনের পাঠশালা

দুস্থ গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদেরকে বিনা পয়সায় কোচিং করিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছেন গাংনী উপজেলার ছাত্রলীগ নেতা ওয়াজ্জেল হোসেন।

গত ৫ বছর যাবৎ তিনি নিজ উদ্যোগে চালিয়ে আসছেন বিনা বেতনের পাঠশালা। তার পাঠশালায় লেখাপড়া করে উপকৃত হচ্ছে এলাকার শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শতশত শিক্ষার্থী। এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে এবং স্থানীয়দের দুঃখ দুর্দশায় পাশে থেকে এলাকার উন্নয়ন ও নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রাখতে চান তিনি।

ওয়াজ্জেল হোসেন গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নুর ইসলামের ছেলে ও ধান খোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

২০১৩ সালের কথা। বিদ্যালয়ে কোচিং না করায় একের পর এক পরীক্ষায় ফেল করছিল কসবা গ্রামের এক দিনমজুর এর ছেলে ইসরাফিল হোসেন। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল ওই শিক্ষার্থী।

বিষয়টি জানার পর তার পাশে এসে দাঁড়ায় ছাত্রলীগ নেতা ওয়াজ্জেল হোসেন। সকাল বিকাল কোচিং করিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করায় শিক্ষার্থীকে। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় শিক্ষক শিক্ষার্থী দুজনের মধ্যেই প্রানের সঞ্চার লাভ করে।

শুরু হয় নব উদ্যোমে বিনা পারিশ্রমিকে কোচিং করানোর বিষয়টি। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হয় বিনা বেতনের পাঠশালা নামরে কোচিং সেন্টারের কার্যক্রম। সকাল-বিকাল কোচিং করিয়ে অর্ধ-শতাধিক শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকায় নিয়ে আসে ওয়াজ্জেল হোসেন।

খোলা আকাশের নিচে বসে পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের কৃতত্ব দেখে মুগ্ধ হয় এলাকার মানুষ। ওয়াজ্জেলের বিনা বেতনের কোচিং এর কারনে এলাকার অসহায় দুস্থ্য পরিবারের ছেলে মেয়েরা তার কাছে পড়তে আসে। তার

মানবিকতা ও শিক্ষার্থীদের সাফল্য দেখে স্থানীয় ইউপি সদস্য হযরত আলী একটি ঘর প্রদান করেন। সে ঘরে বসেই ওয়াজ্জেল এখন মাধ্যমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে থাকেন।

যে শিক্ষার্থীকে নিয়ে ওয়াজ্জেল বিনা বেতনের কোচিং শুরু করেন সেই ইসরাফিল এখন ৯ম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত। ইসরাফিল জানায়, ওয়াজ্জেল তার পাশে না দাঁড়ালে তার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। সে এখন লেখাপড়ায় ভাল করছে।

তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রী সুরাইয়া জানায়, তার বাবা ও মা দুজনেই শারিরীক প্রতিবন্ধী। তার লেখা পড়ার খরচ যোগানো সম্ভব না হওয়ায় সুরাইয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন ওয়াজ্জেল হোসেন।

কসবা গ্রামের ৯ম শ্রেনীর ছাত্রী ছাদিয়া জানায়, পিতা মাতার অভাবের সংসারে প্রাইভেট পড়ানোর খরচ যোগাতে না পারায় লেখা পড়ায় পিছিয়ে পড়ছিলাম। ওয়াজ্জেল ভাইয়ের কাছে বিনা বেতনে পড়ে আমি এবছর অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় ভাল ফলাফল করেছি। তবে তার এ মানবিকতা দেখে সরকারি সহযোগীতা থাকলে বড় পরিসরে লেখা পড়ার কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৯ম শ্রেণীর আর এক ছাত্রী মারিয়া জানায়, বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে শুধু মাত্র পাশ করা যায়, কিন্তু ভাল ফলাফল করা যায়না। তার দিন মজুর পিতার কাছে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বল্লে পিতা অপারগতা জানায়। আমার প্রতিবেশী এক বান্ধবির কাছে আমার হতাশার বিষয়টি জানালে সে আমাকে ওয়াজ্জেল হোসেন ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসে এবং সেখানেই শুরু করি বিনা বেতনে কোচিং।

শুধু মারিয়া নয় প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী এখানে লেখা পড়া করছে। প্রতিদিন সকালে ওয়াজ্জেল হোসেনের বাড়ির উঠানে বসে কোচিং- কাচাদের পাঠশালা। সেখানে প্রাথমিক পড়ুয়া প্রায় অর্ধশতাধিক ছেলে মেয়ে পড়া লেখা করে।

আরো পড়ুন্: বামন্দীতে পল্লী বিদ্যুৎ এর এজিএম কে প্রাণ নাশের হুমকিতে লিটন মেম্বরের নামে মামলা

দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ওয়াজ্জেল তার অবৈতনিক পাঠশালা পরিচালনা করে আসছেন। ছোট বেলা থেকেই ওয়াজ্জেলের স্বপ্ন ছিলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে কিছু করার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ওয়াজ্জেল

হোসেন বিনা বেতনে এলাকার গরিব দিনমজুরের ছেলে মেয়ে ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পেরে খুব সাচ্ছন্দ বোধ করেন।

ওয়াজ্জেল হোসেন নিজেও একজন ছাত্র। সে বি.এ বি.এস.এস ক্লাশে লেখা পড়া করছেন। নিজের লেখা পড়ার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষিত করতে শ্রম দিয়ে যাচ্চেন। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকার অসহায় গরিব মানুষকে অর্থিক সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করছেন। স্থানীয় মানুষের কিছু হলেই ওয়াজ্জেল হোসেন ছুটে যান তাদের পাশে।

স্থানীয় উপকার ভোগীরা জানান, দিন দিন ওয়াজ্জেলের কাছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে পাঠদানের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জায়গা ও চেয়ার-টেবিল। এসবের ব্যাবস্থা করতে পারলে শতশত শিক্ষার্থী উপকৃত হবে।

আরো পড়ুন্: সাড়ে ৩ বছরের শিশু রাজাকারের তালিকায়!

ওয়াজ্জেল হোসেন জানান, অর্থের অভাবে যেন একটি শিক্ষার্থী লেখা পড়ায় পিছিয়ে না থাকে এ জন্য তার এ বিনা বেতনের পাঠশালা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন আমি দেখিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গরিব অসহায় ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে প্রাণপন চেষ্টা করছে। ভালকাজ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মুখ উজ্জল করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন করতে চাই। তাই মনে হয়েছে এলাকার মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেই এলাকার উন্নয়ন হবে। যে সব শিক্ষার্থী আামার কাছ থেকে সুবিধা নিচ্চে তারাও একদিন বড় হয়ে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, ওয়াজ্জেল হোসেন তার বাড়িতে বিনা বেতনের যে পাঠশালা চালাচ্ছেন তাতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সে যাতে বড় পরিসরে কিছু করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সার্বিক সহযোগীতা করা হবে। তিনি আরো বলেন শুধু ওয়াজ্জেল হোসেন নয় ভাল কাজ করার জন্য সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসা উচিৎ।

মেপ্র/ইএম

সাড়ে ৩ বছরের শিশু রাজাকারের তালিকায়!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাসহ ৭ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার সাফদারপুরে মরহুম মোহাম্মদ আলী খানের বাসভবনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে স্বজনরা দাবী করেছেন, রাজাকারের তালিকায় আসা মোহাম্মদ আলী খান ও আব্দুর রশিদ খান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা ৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টরের মেজর এম.এ.মঞ্জুর ও মেজর ওসমানের অধিনে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নিয়েছেন ভারতে প্রশিক্ষণ।

সংবাদ সম্মেলনে আপন চাচাতো দু’ভাই সাফদাপুর বাজারের মৃত কোবাদ আলী খাঁনের ছেলে মরহুম মোহাম্মদ আলী খান ও মৃত গোলাম রহমান খাঁনের ছেলে আব্দুর রশিদ খাঁনের স্বজন ফিরোজা আলম, হামিদ খাঁন, হীরন খাঁন, এস কে ফয়েজ আহাম্মেদ রিয়ন, সিহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদসহ তালিকায় আসা আরো ৫ ব্যক্তিসহ তাদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

তালিকায় আসা বাকী ৫ জন হলেন- সাফদারপুর বাজার পাড়া এলাকার আক্কাচ আলী মন্ডল, আবুল হোসেন খোকন, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও সাফদারপুরের পার্শ্ববর্তী দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদী গ্রামের সুলতান মোল্যা। আবুল হোসেন খোকন নামে সাড়ে ৩ বছরের এক শিশুকেও রাজাকারের তালিকায় আনা হয়েছে। ২০১৪ সালে করা পাসপোর্টে আবুল হোসেন খোকনের জন্ম তারিখ ১০ জুলাই ১৯৬৮। সে হিসাবে যুদ্ধকালীন সময়ে তার বয়স ছিল ৩ বছর ৫ মাস ২১ দিন। যার পাসপোর্ট নং- ইই০৪৩৮৬০০. তারিখ ১৬ই জুন ২০১৪।
তালিকায় আনা মোহাম্মদ আলী মিয়ার রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের দেয়া সাময়িক সনদপত্র। এ সনদে তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তালিকায় আসা আক্কাচ আলী মন্ডল ৯৬ সালে প্রথমবার আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর স্বপ্রণোদিত

হয়ে সাফদারপুরে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ শতক জমি দান করেন। যার বর্তমান মূল্য কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা। বেনু মিয়া নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকেও এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তিনি ২০১৭ সালে মৃত্যু বরণের পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

এমনকি যথানিয়মে তার পরিবার রাষ্ট্র প্রদত্ত ভাতাসহ যাবতীয় সুবিধাদি ভোগ করছেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোহাম্মদ আলী খান ও আব্দুর রশিদ খানের ভাগ্নে এস.কে ফয়েজ আহম্মেদ রিয়ন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয় মোহাম্মদ আলী খান স্বাধীনতার পর বিপুল ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বৃহত্তর ১নং সাফদারপুর ওয়ার্ডের মেম্বর ছিলেন। যুদ্ধের সময় নিজ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের রাত যাপনসহ সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে।

পরে বৃদ্ধ মায়ের আকুতিতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বজনদের দাবী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি মহল রাজাকারের তালিকায় দু’ভাইকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যা আমাদের পরিবারকে হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে। আমরা অনিয়ন্ত্রিত ও অশুদ্ধ তালিকা থেকে দু’ভাইসহ ৭ জনের নাম প্রত্যাহারের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।
প্রসঙ্গত: মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৪৬ জনের নাম এসেছে। এর মধ্যে সাফদারপুর ইউনিয়নেই ২২ জন।

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার

হোসেন হাওলাদার। রবিবার জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জেলায় বাল্যবিয়ে রোধ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। মারণনেশা মাদক আমাদের গোটা সমাজকে গ্রাস করছে।

দিনের আলোচ্যসূচিতে থাকা জেলা অপরাধ অবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, যৌনহয়রানি বন্ধে মিডিয়া এবং নারী ও শিশু অধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং কয়েকটি বিষয়ে নেয়া হয় সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ ইয়া খান, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি আবাসিক মেডিকেল ডা. শামীম কবীর, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনিরা পারভীন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেপ্র/আরএম

আরো পড়ুন-মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও ছেলে আহত, ছেলেকে পঙ্গুতে রেফার্ড

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৪নং হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান মতির বিরুদ্ধে ফেসবুক, অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন

সামাজিক মাধ্যমে তথ্য বিভ্রান্ত করে মিথ্যা অপপ্রচার রটানোর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যপাঠ করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান।

লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অবর্তমানে বিধিমোতাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে ১৭ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছি কিন্তু ঈর্ষানিত হয়ে ইউনিয়নের নাটাবাড়ীয়া গ্রামের বাল্লক মন্ডল, বিল্লাল ও শাহীন সরকারী বিভিন্ন অফিসে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করছে এবং উদ্দ্যেশ প্রণোদিত ভাবে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিকট মিথ্যা তথ্যদিয়ে বিভ্রান্তি মূলক সংবাদ প্রচার করছেন যা সম্পর্ন মিথ্যা ভিত্তিহীন। তিনি আরও বলেন আমি কোন নিয়ম বহির্ভূত কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সচিব শহিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ, ইউপি মেম্বর কবির হোসেন, তাইজুল ইসলাম, আবুল হোসেন, আঃ রাজ্জাক, শরিফুল ইসলাম, আমির হোসেন, খলিলুর রহমান, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য হালিমা খাতুন,ছামছুন্নাহার ও পারুলা খাতুনসহ এলাকাবাসী।

মেপ্র/আরএম

আরো পড়ুন:
গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

বাংলাদেশ এখন জঙ্গী মুক্ত

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, দক্ষিণ পুর্ব এশিয়াতে জঙ্গী আছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন জঙ্গী মুক্ত। ৭১ এর পরাজিত শত্রুদের জিয়াউর রহমান মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালের সরকার আমাদের এই দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিল। সারের জন্য ১৮ জন কৃষকদের গুলি করে হত্যা করার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত “অপ্রতিরোধ্য আগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শিরোনামের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন-অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ গড়ার স্বপদ্রষ্টা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর দেখানো পথেই দেশ পরিচালনা করছেন তাঁরই সুযোগ্য কণ্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধান মন্ত্রীর একটানা দীর্ঘ ১১ বছরের পরিশ্রমে দেশ আজ মধ্যম আয়ের দারপ্রান্ত। প্রতিমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন- ভবিষ্যতে বিশে^র চারটি দেশে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। যার মধ্যে একটি হবে বাংলাদেশ।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আ’লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্ররাহীম শাহীন, জেলা জজ কোর্টের পিপি এ্যাড, পল্লভ ভট্টাচর্য প্রমুখ।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে “অপ্রতিরোধ্য আগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শীর্ষক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

মেপ্র/এমইএম

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

হোসেন এর মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল বের করা হয়।

শনিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক অতিক্রম করে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এসে শেষ সংক্ষিপ বক্তব্য দেয় নেতা কর্মীরা।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবুদ্দিন সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা সেখানে বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলে অন্যদের মধ্যে সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবুদ্দিন সহ মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ উপজেলা ও কলেজ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রলীগের ঘোষিত কমিটির বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের মানব বন্ধন।

মেহেরপুর প্রতিদিনঃ গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নতুন কমিটির বিরুদ্ধে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে আয়োজিত মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি হাসিব মাহমুদ, ছাত্রলীগ নেতা জিবন আকবর।

মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুল একজন নেশাগ্রস্থ মানুষ। অর্থের বিনিময়ে রাজাকারের সন্তান ও স্বাধীনতা বিরোধী পরিবারের সন্তানদের উপজেলা

ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সিলেকশন করেছে। এই কমিটি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার অন্তরায়।

বক্তারা বলেন ঘোষিত কমিটিকে বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে ত্যাগী ছাত্রলীগ নেতাদের দিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও বেগবান করা হবে।

ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা এ নিয়ে সাতদিন ধরে ঘোষিত কমিটির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। আগামী রবিবারও কর্মসুচি ঘোষনা করেন।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে আনন্দ শোভাযাত্রা

মুজিবনগরে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ঢাকের তালে তালে পরিষদ চত্বর থেকে এ শোভাযাত্রা শুরু করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে মুজিবনগর সৃতিসৌধে গিয়ে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম সহ উপজেলার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা উক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করেন।
আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী ও বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে উপজেলা ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী ও রাজাকারপুত্র কমিটিতে পদ পেয়েছে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় নবগঠিত ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারি মাদকসেবী ও বিএনপি জামাত ও রাজাকারপুত্রদের নিয়ে গঠনকৃত কমিটি বাতিলের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা ছাত্রলীগের পদ বঞ্চিত নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার শহিদ মিনার চত্বরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা ও পদ বঞ্চিত উপজেলা ছাত্রলীগ । সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গাংনী পৌর ছাত্র লীগের সভাপতি ইমরান হাবিব।

সংবাদ সম্মেলনে গাংনীতে বিএনপি জামাত থেকে অনুপ্রবেশকারি এবং রাজাকার পুত্রকে উপজেলা ছাত্র লীগের কমিটিতে পদ দেয়া হয়েছে মর্মে অভিযোগ করে ইমরান হাবিব বলেন, সাবেক ও বর্তমান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মিলন মেলা ঘটিয়ে সম্মেলন সফল করার জন্য সকল প্রকার প্রস্ততুতি সম্পন্ন করেন। জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সম্মতিতে দিন ক্ষণ নির্ধারণ হয়েছিল। তখন একটি অশুভ চক্র হঠাৎকরে এ সমম্মেলন স্থগীত করে দেয়।

বর্তমান সরকার যেখানে দেশকে মাদক,দুর্নীতি,অনুপ্রবেশ কারি,হাইব্রেড,রাজাকার ও ফ্রিডমপ্রার্টির বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান শুরু করে দেশকে ঢেলে সাজাচ্ছেন। তখন আমরাও অনেক আশাবাদি ছিলাম গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সাবেক ও বর্তমান ছাত্র নেতাদের উপস্থিতিতে র্নীতিবাজ,মাদকাসক্ত,রাজাকার ও ফ্রিডমপার্টি মুক্ত যোগ্য নেতা নির্বাচিত হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাবেক ছাত্রনেতাদের ঢাকায় মিলন মেলা সফল করার লক্ষে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মীরা যখন ব্যাস্ত তখন সম্পুর্ন

অগঠনতান্ত্রিক ভাবে অর্থের বিনিময়ে রাতের আধারে ঢাকায় বসে বাংদেশ ছাত্রলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুলএ্কটি পকেট কমিটির অনুমোদন দেয়।

পকেট কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু,পিতা জমিরুদ্দীন গ্রাম শিশিরপাড়া। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন চিহ্ণত রাজাকার হিসেবে কাজ করেছেন। হত্যা,ধর্ষন,অগ্নীসংযোগ থেকে শুরু করে মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত ছিলেন। যার স্বাক্ষি হিসেবে এখনও জীবীত মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমান আছেন।

তিনি অরো বলেন,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসম্প্রদায়িক শক্তির উপর ভিত্তি করে ১৯৪৮ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও বঙ্গবন্ধুর খুনী পরিবারের উত্তরাধীকারীরা জায়গা পাওয়ায় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সৈনিকেরা মেনে নিতে না পারায় উক্ত কমিটি প্রকাশ করার পর থেকেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ করছেন ছাত্রলীগের নেতা-কজর্মীরা।

নবগঠিত কমিটি বাতিল করে গঠনতান্ত্রিক ভাবে কাউন্সিলর ডেলিগেট,নির্বাচন না করা পর্যন্ত পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

এসময় স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারি,আমারত উল্লাহ,মোজাম্মেল হক,নিজামুল হক,তাহাজ উদ্দিন পাতান আলী ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।